Sanatan Dharma

শংকরাচার্য জগৎকে মিথ্যা বলছেন কেন? সত্যিই কি জগৎ মিথ্যা ??????

জগৎ মিথ্যা নয়, অনিত্য অর্থাৎ পরিবর্তনশীল....................জগৎ অনিত্য.... তাই মিথ্যা--ব্যাবহারিক দশায় সত্য কিন্তু পারমার্থিক দশায় মিথ্যা(অনিত্য)

"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ ।
অনেন বেদ্যং সচ্ছাস্ত্রম্ ইতিবেদান্তডিণ্ডিমঃ ।।
ঘটকুড্যাদিকং সর্বং মৃত্তিকামাত্রমেব চ ।
তদ্বদ্ব্রহ্ম জগৎসর্বং ইতিবেদান্তডিণ্ডিমঃ ।।"

হ্যাঁ ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা । এই পরিদৃশ্যমান জগতের বাহ্যিক রূপটি অবশ্যই মিথ্যা । ব্যাপারটি এইরকম-- মাটি সত্য কিন্তু মাটির তৈরী নির্দিষ্ট রূপ যেমন হাঁড়ি, কড়া... ইত্যাদি মিথ্যা । অর্থাৎ ঐ নির্দিষ্ট রূপটি মিথ্যা বা অনিত্য।---------সমুদ্রের জলরাশি থেকেই উৎপন্ন ঢেউ জল ছাড়া অন্য কিছু নয় । ঐ ঢেউ কিছুক্ষণ পরে সেই জলেই মিশে যাবে ।

একইরকম ভাবে আমাদের মনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম বৃত্তির উদ্ভব হয়, সময় পেরিয়ে গেলে সেই বৃত্তির লয় হয় ।
জগত ব্রহ্মের ছায়া ছাড়া কিছুই না।

দৃষ্টিকোন দুটো-১)ব্যবহারিক ২)পারমার্থিক
ব্যবহারিক দৃষ্টিকোন থেকে পরমার্থকে দেখো ও বিচার করতে স্বয়ং শঙ্করাচার্যই নিষেধ করেছেন।

মিথ্যা বলতে বেদান্তে পরিবর্তনশীল অস্থায়ী অবস্থাকে বুঝায়। মিথ্যা বলতে জগৎ নেই অদৃশ্য এমন নয়।

এইরকম বৃত্তিগুলো ক্ষণস্থায়ী বা অনিত্য কিন্তু সাক্ষী চৈতন্য সর্বদা স্থির । যোগস্থ সাধক সমাধি পরে সাক্ষী চৈতন্যের আভাস পায় ।

সনাতন দর্শন মতে, যা অনিত্য, অর্থাৎ এখন আছে, কিন্তু পরে থাকবেনা, তাকেই মিথ্যা বলা হয়েছে। তাই যেহেতু একমাত্র ঈশ্বরই নিত্য, অর্থাৎ শাশ্বত, যিনি পূর্বে ছিলেন, এখনও আছেন এবং ভবিষ্যতেও কেবল তিনিই থাকবেন, তাই একমাত্র ঈশ্বরই সত্য, নিত্য, শাশ্বত। বাকি সবকিছুই অনিত্য, মিথ্যা।
যা আগে ছিলনা, পরেও থাকবে না, মাঝ খানে কিছু সময়ের জন্য থাকে তাই মিথ্যা। মিথ্যা অর্থে পরিবর্তনশীল। এই জগৎ এর সমস্ত কিছুই মিথ্যা। মিথ্যা সব কিছু সৎ এর কাছ থেকেই তার অস্তিত্ব পায়।

এখানে জ গত অর্থাৎ যা জন্মায় এবং গত হয়, যেহেতু আমাদের দৃশ্যমান সমস্ত কিছুই উৎপত্তি স্থিতি এবং বিনাশীল তাই তিনি একথা বলছেন।

Published on: Apr, 01 2024 17:48